গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম
(দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা)
www.kurigram.gov.bd

বিষয় : জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী।
সভাপতি : জনাব মোছা: সুলতানা পারভীন
জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম।
স্থান : জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষ, কুড়িগ্রাম।
তারিখ : ১৫/০৭/২০১৭ খ্রিঃ, সময়ঃ- দুপুর: ১২.০০ ঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ (পরিশিষ্ট ''ক'')

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি জানান জুলাই/১৮ মাসের প্রথম দিকে এ জেলার নদ-নদীগুলোর পানি কিছুটা বাড়লেও গত কয়েকদিন ধরে পানি কমছে। কিন্তু যেকোন সময় অতিবৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে । রংপুর বিভাগাধীন কুড়িগ্রাম জেলা ১৬টি নদী দ্বারা বেষ্টিত। জেলার চিলমারী, উলিপুর, নাগেশ্বরী উপজেলার কিছু অংশ এবং রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলা মূল ভূখন্ড নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। বন্যা এ জেলার একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বন্যা/দুর্যোগ প্রতিরোধ করা যায় না কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সরকারের সব বিভাগের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বন্যার ক্ষতিকে সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার মাধ্যমে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। অতঃপর তিনি কুড়িগ্রাম জেলায় বন্যা সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করেন।

অতঃপর জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনা/পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১	উপজেলা প্রশাসন (সকল)	উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ বলেন, বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিলে ত্রাণ কাজসহ বন্যা দুর্গতদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ জন্য সকল উপজেলায় আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সার্বক্ষণিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌযান প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং বন্যা দুর্গতদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য তাঁর উপজেলাধীন আনসার, ট্যাগ অফিসার, স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।	বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রেখে আশ্রয়কেন্দ্রের তালিকা এ কার্যালয়ে প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক নৌযানসহ বন্যা দুর্গতদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য তাঁর উপজেলাধীন আনসার, ট্যাগ অফিসার, স্কাউট ও রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবকদেরকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল), কুড়িগ্রাম ।
২	পুলিশ বিভাগ, কুড়িগ্রাম।	পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম বলেন, দুর্যোগকালীন আক্রান্ত এলাকায় বিশেষ করে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে যাতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না ঘটে সে বিষয়ে টিম গঠনসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্যোগকালীন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রত্যেকটি থানায় টহল বাহিনী প্রস্তুত করা হয়েছে।	দুর্যোগকালীন আইন-শৃঙখলার বিষয়ে আরও সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করা হয় ।	পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম
৩	স্বাস্থ্য বিভাগ, কুড়িগ্রাম ।	সিভিল সার্জন, কুড়িগ্রাম বলেন, বন্যাত্তোর সম্ভাব্য ডায়রিয়া পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় জনবল ও ঔষধ পত্র যেমন: ওআরএস, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট প্রতি উপজেলায় এবং জেলায় মজুদ রাখা রয়েছে ।	বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাস্থ্য বিভাগকে মেডিকেল টিম গঠনপূর্বক সজাগ থাকতে হবে।	সিভিল সার্জন, কুড়িগ্রাম।
৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল।	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম বলেন, দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্র এলাকায় অকেজো নলকূপ উঁচুকরণ/ মেরামতসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন নলকূপ স্থাপন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে ও পর্যাপ্ত পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট মজুদ করা হয়েছে।	বন্যাকালীন তাঁর আওতাধীন সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে।।	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম।

ক্রঃ নং	বিভাগ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৫	সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কুড়িগ্রাম।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ বলেন, গত বছর নাগেশ্বরী-ভূরুঙ্গামারী সড়ক পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছিল যা মেরামত করা হয়েছে। যে সকল রাস্তা বন্যার ফলে পানির নিচে তলিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে সকল রাস্তা মেরামতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	যে সকল রাস্তা বন্যার পানিতে তলিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সে সকল রাস্তা বন্যার পূর্বে মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, কুড়িগ্রাম
৬	জেলা শিক্ষা বিভাগ/ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, কুড়িগ্রাম।	জেলা শিক্ষা অফিসার, কুড়িগ্রাম বলেন বন্যার সময়ে যে সকল স্কুল আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে সে সকল বিদ্যালয়ের নলকূপ, টয়লেট ব্যবহার উপযোগী করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	বন্যার সময়ে যে সকল স্কুল আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে তার তালিকাসহ সে সকল বিদ্যালয় ভবন, নলকূপ, টয়লেট ব্যবহার উপযোগী করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা শিক্ষা বিভাগ, কুড়িগ্রাম/ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার; নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুড়িগ্রাম।
৭	পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম বলেন, বাঁধগুলোতে ইদুরের গর্ত আছে কিনা সনাক্ত করে মেরামতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জরুরি যোগাযোগের সুবিধার্থে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলো গাড়ী চলাচলের উপযোগী করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	বন্যার পূর্বেই বাঁধগুলো পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম।
৮	কৃষি বিভাগ, কুড়িগ্রাম।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কুড়িগ্রাম বলেন, রোপা আমনের চারা প্রাপ্তির উৎস সম্পর্কে প্রচার করা হচ্ছে এবং চারা সংগ্রহপূর্বক রোপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপ-পরিচালক, কৃষি বিভাগ, কুড়িগ্রাম।
৯	মৎস্য বিভাগ, কুড়িগ্রাম।	জেলা মৎস্য অফিসার, কুড়িগ্রাম বলেন, বন্যার সময় মৎস্য সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি যাতে কম হয় সে জন্য পুকুর জলাশয়ের মালিকদের পুকুর পাড় উঁচুকরণ ও প্রয়োজনে জাল দিয়ে ঘিরে মাছ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।	পুকুর জলাশয়ের মালিকদের পুকুর পাড় উঁচুকরণ এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম।
১০	প্রাণী সম্পদ বিভাগ, কুড়িগ্রাম।	জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, কুড়িগ্রাম বলেন, ভেটেরিনারি মেডিকেল টিমের মাধ্যমে বন্যাকবলিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীকে রক্ষা করার জন্য কৃষকগণকে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। প্রতিষেধক টিকার পর্যাপ্ত মজুদ রাখা হয়েছে।	বন্যাকালীন তাঁর আওতাধীন সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে।	জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার, কুড়িগ্রাম।
১১	জেলা খাদ্য বিভাগ, কুড়িগ্রাম।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুড়িগ্রাম বলেন, জেলার সকল এলএসডিতে আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা হয়েছে। বন্যার পানি যাতে এলএসডিতে ঢুকতে না পারে সেজন্য প্রবেশ মুখে বাফেলো ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।	খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমান মানসম্মত চাল মুজদ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুড়িগ্রাম।
১২	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কুড়িগ্রাম।	উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কুড়িগ্রাম বলেন, জেলা/ উপজেলায় যেকোন দুর্যোগ সংঘটিত হলে উদ্ধার তৎপরতায় অংশগ্রহণের জন্য তারা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।	বন্যাকালীন ত্রাণ কাজসহ বন্যা দুর্গতদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর আওতাধীন সকল সদস্যকে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	উপ- সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, কুড়িগ্রাম
১৩	আনসার ও ভিডিপি, কুড়িগ্রাম।	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, কুড়িগ্রাম বলেন, বন্যাসহ যেকোন দুর্যোগের সময় উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	বন্যার সময় উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে।	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, কুড়িগ্রাম।
১৪	বে-সরকারি সংস্থা (এনজিও), কুড়িগ্রাম।	বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সরকারি বিভাগের পাশাপাশি বে-সরকারি সংস্থা (এনজিও)সমূহ জেলা প্রশাসন/উপজেলা প্রশাসনের সহিত সমন্বয়পূর্বক ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন।	যে সকল এনজিও দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করেন তাঁদেরকে জেলা/ উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট বে-সরকারি সংস্থা (এনজিও) কর্তৃপক্ষ, কুড়িগ্রাম।

চলমান পাতা-৩

এছাড়াও বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. বন্যা/নদী ভাঙ্গনে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা সঠিকভাবে তৈরি করতে হবে। উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিষয়টি নিয়মিত মনিটর করবেন।
২. বরাদ্দকৃত জিআর চাল/জিআর ক্যাশ ও শুকনো খাবার বিতরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, আইন শৃংঙ্খলা বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার ও রেডক্রিসেন্ট, স্কাউটসহ অন্যান্য বিভাগের উপস্থিতিতে ত্রাণ বিতরণ করতে হবে।
৩. ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি এবং ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে কোন অনিয়ম, অবহেলা না হয় সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।
৪. প্রতিটি সরকারি বিভাগ বিশেষত পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, প্রানিসম্পদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করে সভাপতিকে অবহিত করবে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত পুনর্বাসন কর্মসূচি তৈরিপূর্বক তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
৫. পানিবন্দি মানুষজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার জন্য ব্যক্তি মালিকানাধীন কান্ট্রি বোটগুলোকে ব্যবহারের নিমিত্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রয়োজনে রিকুইজিশন করতে পারবে।
৬. প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ অন্য যে কোন সরকারি/বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অবকাঠামোকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ও তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রয়োজনের সময় ঐসব কেন্দ্রের চাবি যাতে চাওয়া মাত্র পাওয়া যায় সে মর্মে জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।
৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ বন্যা পরিস্থিতি, ক্ষয়ক্ষতির বিবরণসহ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের রিপোর্ট প্রতিদিন সকাল ও বিকালে জেলা কমিটির সভাপতিসহ জেলা কন্ট্রোল রুমে প্রেরণ করবে। (কন্ট্রোলরুমের নম্বর নং-০৫৮১৬১৬৩০, মোবাঃ ০১৭৪০-৮২৪১১১, ০১৭২৩-৮৮৫৮৮৮)।
৮. বন্যার্তদের চিকিৎসার সুবিধার্থে সিভিল সার্জন ঔষধপত্র ও সরঞ্জামাদিসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেডিকেল টিম গঠন করে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করবেন। একই সঙ্গে তিনি কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে সার্বক্ষণিক খোলা রাখার ব্যবস্থা করবেন।
৯. উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরি প্রয়োজনে হেলিপ্যাড হিসেবে ব্যবহারের জন্য কলেজ /স্কুল/ মাদ্রাসার মাঠ বা অন্য কোন উঁচু স্থানকে প্রস্তুত রাখার ব্যবস্থা করবেন।
১০. উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রতিটি কাজে ফোকাল পয়েন্ট নির্দিষ্ট করে যোগাযোগের জন্য তাদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
১১. দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।
১২. বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে তা সরকার তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রদান করা হচ্ছে মর্মে জেলা ও উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রচার করতে হবে এবং মিডিয়াকেও অবহিত করতে হবে।
১৩. পৌরসভা/ইউনিয়নভিত্তিক ট্যাগ অফিসারকে দুর্যোগকালীন করণীয়সমূহ সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে। ট্যাগ অফিসারগণ পৌরসভা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
১৪. দুর্গত লোকদের আশ্রয় প্রদানের জন্য এখনই আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে বন্যা দুর্গত মানুষ যেন আশ্রয়কেন্দ্র ছাড়াও বাঁধ বা অন্য কোন জায়গায় আশ্রয় নিতে পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্রসহ ঐ সকল জায়গার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সেবা, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থার জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।
১৫. স্থানীয় যুবক, স্কাউটস ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গ্রাম/মহল্লা/পাড়াভিত্তিক দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা যেতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত এনজিওদের সহায়তা নিয়ে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দলকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

অতঃপর সভাপতি সকল সদস্যকে দুর্যোগ বিষয়ে সতর্ক থাকার মূল্যবান পরামর্শ ও অভিমতের জন্য ধন্যবাদসহ প্রয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২২/০৭/১৭

(মোছা: সুলতানা পারভীন)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কুড়িগ্রাম ।
ফোন- ০৫৮১-৬১৬৪৫ (অঃ)
ই-মেইল dckurigram@mopa.gov.bd

স্মারক নং- ৫১.০১.৪৯০০.০০০.০৬.০০২.১৭- ৪৪৭

তারিখঃ-২২/০৭/২০১৮ খ্রিঃ।

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।

৪। মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৫। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

৬। পুলিশ সুপার, কুড়িগ্রাম।

৭। সিভিল সার্জন, কুড়িগ্রাম।

৮। মেয়র, কুড়িগ্রাম/নাগেশ্বরী/উলিপুর পৌরসভা, কুড়িগ্রাম।

৯। .....কুড়িগ্রাম।

১০। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ (সকল),..... কুড়িগ্রাম।

১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),..... কুড়িগ্রাম।

১২। সহকারী কমিশনার, আইসিটি, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুড়িগ্রাম (তাকে বর্ণিত কার্যবিবরণী ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)

১৩। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল).....কুড়িগ্রাম।

১৪। .....কুড়িগ্রাম।

১৫। অফিস নথি।

২২/০৭/১৮

(মোঃ ইয়াসির আরাফাত)
সহকারী কমিশনার
ও
জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
ও
সদস্য সচিব
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কুড়িগ্রাম।
ফোন নং- ০৫৮১-৬১৬৩০
ই-মেইল drro.kurigram@gmail.com
drrokurigram@ddm.gov.bd